চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক চালককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় পূর্ব বিরোধের জেরে সাচ্চু রহমান (৪০) নামে এক ট্রাক চালককে গুলি করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছয় রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন।
গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে
আহত ট্রাক চালক সাচ্চু রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের মাঝের পাড়ার মৃত আরিফিন শেখের ছেলে।
গুলিবিদ্ধ ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
স্থানীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন থেকে নুরনগর কলোনীপাড়ার মৃত সুসাহেবের দুই ছেলে শাকের (৩৫) ও বাকেরের (২৮) সঙ্গে টাকা লেনদেনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানের বিরোধ চলে আসছিলো। বিকালে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনালে ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো চালক সাচ্চু রহমান। এ সময় দুই ব্যক্তি এসে তাকে সটগান দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর জখম হন সাচ্চু। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়।
সদর হাসপাতালের চিকিৎসক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন জানান, সাচ্চু রহমানের তল পেটের বাম দিকে একটি গুলিবিদ্ধ রয়েছে।
তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান জানান, ঘটনার পর নুরনগর এলাকার একটি ভুট্টা ক্ষেতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয় ছয় রাউন্ড গুলিসহ একটি ম্যাগজিন। শাকের অস্ত্রসহ এখনও পলাতক রয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলা জানান, মূলত পূর্ব বিরোধের জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর বাকেরকে আটক করা হয়েছে। পলাতক শাকেরকে ধরতে কাজ করছে জেলা পুলিশের একাধিক দল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজিবি মোতায়েন

রাত পোহালেই কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন। কালীগঞ্জ পৌরবাসী পেয়ে যাবেন আগামী ৫ বছরের জন্য নগরপিতা। এবারই প্রথম এ পৌরসভায় ইভিএম মেশিনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ, স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন মনোনীত হাত পাখা প্রতীকের নুরুল ইসলাম।
৫ম ধাপে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছিয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ২টা থেকে উপজেলা রিটানিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ইভিএম মেশিন, ট্যাব সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে ।
জেলা রিটানিং কর্মকর্তা রোকুনুজ্জামান জানান, ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কালীগঞ্জে প্রথম ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী, ৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৪৭ জন পুরুষ কাউন্সিলর ও ৩টি সংরক্ষিত আসনে ৯ জন মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। কালীগঞ্জ পৌর এলাকায় ৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে ।
কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট ভোটার ৪০ হাজার ৫৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২০ হাজার ১৫৬ জন এবং মহিলা ২০ হাজার ৪২১ জন।

দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে জাসদের মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাসদের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে বিকার ৫ টার দিকে বাংলাদেশ জাসদের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি উপজেলা জাসদ নেতা আতিয়ার রহমান তেলার সভাপতিত্বে পালন করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচি প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জাসদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলমসহ উজ্জ্বল, রোকন, আশরাফুল আলম, তারিকুল রহমান প্রমুখ। মানববন্ধন কর্মসূচির বক্তব্যে আনিয়ারুল ইসলাম বাবু ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীর জোর দাবী জানন।
এ সময় তিনি কৃষক ভাইদের লক্ষ্যে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামানের উদ্দেশ্য করে বলেন কৃষকরা যাতে করে তাদের উৎপাদনকৃত মূল্যবান ফসল ন্যায্যমূলে বিক্রয় করতে পারেন সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। ধানের সীজনে সরকারের নির্ধারিত মূল্যে ধান বিক্রয়ের স্লিপ যাতে প্রকৃতি কৃষক ভায়েরা পেয়ে উপকৃত হতে পারেন তার সুব্যবস্থা করার দাবী জানান।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের

কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ঘাতক স্বামী জাহান আলী পালাতক থাকলেও আটক করা হয়েছেন শাশুড়িকে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার রাতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে। নিহত গৃহবধূ নুরজাহান খাতুন (৪২) দু’সন্তানের জননী।
নিহতের মা রহিমন বেগম জানান, তার মেয়েকে জামাই জাহান আলী ও তার শাশুড়ি নুরজাহান প্রায়ই নির্যাতন করতো।
নিহতের ভাই সুন্নত আলী জানান, এর আগে একবার আমার বোনকে তালাক দিয়েছিল। দুটি সন্তানের কথা ভেবে আবারও সংসার পাতিয়ে দেয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তবে জাহান আলী ছিল খুবই পাষণ্ড। আমার বোনটাকে সে মারধর করতো।
হাউলী ইউপি’র মেম্বর রিকাত আলী বলেন, গত রাতে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল গৃহবধূ নুরজাহানকে। এরপর সেখানে ভোর রাত ৪ টার দিকে মারা যায়। খবর পেয়ে সকালে দেখতে আসি।
নিহত গৃহবধূর শরীরের সমস্ত জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। মাথায় ও চোখে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই সুন্নত আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ে করেছে। এ ঘটনায় সিনিয়র সার্কেল (দামুড়হুদা-জীবননগর) আবু রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল। মুকুলের গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব।
উপজেলা সদরসহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। বাতাসে মুকুলের সুবাস বইছে। মুকুলগুলো যেনো নষ্ট না হয় সে জন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন। শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি ডাক আর মৌমাছির গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুরব্যঞ্জনা।
উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগানসহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ। গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনের। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা।
বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দামুড়হুদা সদরের আম চাষী আকতার মন্ডল বলেন, গতবছর ৭ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা আম্পান ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে ক্ষতিতে ছিলাম।
৪ দাগে ১৪ বিঘা জমিতে এবার আম্রপালিও হিমসাগর গাছ লাগিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে। আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি তুলে লাভবান হতে পারবো।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, আমরা সব সময় আম চাষীদের সকল ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি। প্রয়োজনে আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। এ বছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

কুমারখালীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রেশমা নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার হোগলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তুপ থেকে এই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এলাকাবাসী জানান, এক বছর আগে কুমারখালীর হোগলাপাড়া গ্রামের ওহাবের ছেলে সুমনের সঙ্গে তেবাড়িয়া গ্রামের রেফাজের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। সুমন মাদকাসক্ত থাকায় বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রেশমা নিখোঁজ ছিল। গতকাল শনিবার ভোরে বাড়ির পাশে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খড়ের আবর্জনা সরালে নিহত রেশমার লাশ দেখতে পাওয়া যায়। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।
রেশমার পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাদকাসক্ত স্বামী তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর মৃতদেহ আবর্জনায় মধ্যে চাপা দিয়ে রাখে। কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছে। তাকে ধরতে জোর চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক ট্রাক চালক গুলিবিদ্ধ,যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা শহরের বাসটার্মিনাল এলাকায় সাচ্চু শেখ (৪০) নামের এক ট্রাকচালক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পূর্ব বিরোধের জের ধরে দু’যুবক তার

ওপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ সাচ্চু শেখ শহরের মাঝের পাড়ার আরিফিন শেখের ছেলে। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি-তদন্ত লুৎফুল কবীর জানান, কয়েকদিন থেকে আহত সাচ্চু শেখের সাথে শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় কয়েক যুবকের বিরোধ চলে আসছিলো। এর জেরে শনিবার সাচ্চুকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় দু’যুবক।

ওসি-তদন্ত আরো জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার সাথে জড়িতের আটকের জন্য অভিযান শুরু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান জানান, সাচ্চু শেখের পেটের বামপাশে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার অবস্থা মোটামুটি। আমরা তাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানান্তর করা হতে পারে।

মুমিনের জীবনে যে বার্তা নিয়ে আসে শবেমেরাজ

মানুষ যখন কোনো কষ্টে পড়ে তখন হতাশ হয়ে যায়। অথচ কোরআনে কারীমের ভাষা অনুযায়ী কষ্ট হলো আসন্ন সুখের ভূমিকা।

কষ্ট এলেই হতাশ হওয়া যাবে না। কারণ কষ্ট এসেছে মানে সামনে আপনার জন্য আনন্দ অপেক্ষা করছে।

একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেয় তখন তার যে পরিমাণ কষ্ট হয় তার থেকে বেশি সে শান্তি ও সুখ অনুভব করে, যখন সন্তানটি জন্ম নেয়।

মা তার সব কষ্ট ভুলে যায় যখন সে তার সন্তানের চেহারা দেখতে পায়। আমরা যখন কষ্টে থাকি তখন মনে মনে বলি, হে আল্লাহ, শুধু আমাকেই দেখলেন? সব অভাব অনটন শুধু আমাকেই দিলেন? কী পেরেশানি দিলেন যে তা যাচ্ছেই না।

মানুষ জানে না যে এই কষ্ট আসা মানে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য কত

সুখ রেখে দিয়েছেন। মেরাজ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে কষ্টের পরে সুখ আছে।

মনে করুন আপনার গায়ে একটা সুই বিঁধলো। তাহলে ধরে নিবেন আপনি এই সুই বিঁধার কারণে যেই কষ্ট পেয়েছেন, সুই উঠিয়ে ফেললে তার থেকে দ্বিগুণ আনন্দ পাবেন।

মানুষের কষ্টের মাত্রা যতটুকু, তার বিপরীতে আনন্দের মাত্রা হয় দ্বিগুণ। আর এই কথাটাই মেরাজ আমাদেরকে শেখায়।

রাসুলে পাকের (সা.) সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিলো তায়েফের ময়দানে। একদিন আয়েশার (রা.) কামরায় হুজুর পাক (সা.) শুয়ে ছিলেন।

তিনি যখন পাশ ফিরলেন তখন আয়েশা (রা.) হুজুরের পিঠের হাড্ডিগুলোর কড়মড় শব্দ শুনতে পেলেন।

আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাড্ডিতে শব্দ হচ্ছে কেন? তখন হুজুর বললেন, তায়েফের লোকেরা আমার একটি হাড্ডিকেও আস্ত রাখেনি।

হুজুর পাক (সা.) সারা জীবনে এত শারীরিক কষ্ট কোথাও পাননি। এমন কি উহুদের যুদ্ধেও না। এত শারীরিক কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন তায়েফের ময়দানে। মানসিক কষ্টও পেয়েছেন তায়েফের ময়দানে। মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি তায়েফে গিয়েছিলেন।

এদিকে হুজুরের বিবি খাদিজা (রা.) ও চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। হুজুরের সাহসের ভিত্তি ছিলেন খাদিজা।

আবু তালিব তো হুজুরের এমন এমন সাহায্যে করেছেন, যা কোনো মুসলমানও করতে পারেনি। যদিও তিনি মুসলমান হননি। কিন্তু সর্বাবস্থায় হুজুরের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

মক্কায় আবু তালিবের একটা সম্মান ও প্রভাব ছিলো। যার কারণে অন্যরা হুজুরকে বেশি কিছু বলতে পারতো না। আবু তালিবের মৃত্যুতে তারও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

হুজুর (সা.) পিতা হারিয়েছিলেন জন্মের আগে। তবুও তত কষ্ট অনুভব করেননি। যতটা মা ও চাচা হারানোর কারণে অনুভব করেছিলেন। যার কারণে ওই বছরকে আমুল হুজুন বা দুঃখের বছর বলে অভিহিত করা হয়।

এত কষ্ট সহ্য করার কারণেই আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার হিসাবে তার জন্য মেরাজের ব্যবস্থা করে দেন। নিজের দিদারে হুজুরকে ধন্য করেন। ওই মিরাজেই হুজুরকে (সা.) তোহফা হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ যেমন বড় তার উপহারও তেমন বড়। সুতরাং যত কষ্টই আসুক, মনে করবেন সামনে আল্লাহর মেহেরবানি আসছে।

আজ বড় আফসোস লাগে এ কথা ভেবে, আগে মুসলমানরা আত্মহত্যা করতো না। আর এখন মুসলমানদের ছোট ছোট শিশুরাও আত্মহত্যা করে।

এই দোষ আমাদের। আমরা তাদেরকে বাঁচতে শেখায়নি। আমরা তাদের জীবনকে আমলি জীবন বানাতে শিখায়নি। যার ফলে সমাজে আত্মহত্যা বাড়ছে।

আমাদেরকে মিরাজের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যত দুঃখ কষ্টই আসুক, কখনো হতাশ ও বিচলিত হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, দুঃখের পরেই সুখ আছে।